খুলছে বুয়েট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সনি হত্যা ও শামসুন্নাহার হলের ঘটনার সুরাহা হয়নি, পরিস্থিতি অবনতির আশঙ্কা

☐ ছাত্রছাত্রীরা চায় ক্লাস করতে, পরীক্ষা দিতে

বশীর আহমাদ ॥ আজ খুলে দেয়া হচ্ছে বুয়েটের হলগুলো। আগামীকাল থেকে ক্লাস শুরু। রোববার খুলে দেয়া হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল। ক্লাস শুরু হবে বৃহস্পতিবার। বুয়েট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে রয়েছে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের দাবিগুলো কর্তৃপক্ষ এখনও বাস্তবায়ন করতে পারেনি। এই পরিস্থিতিতে বুয়েট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর উভয় ক্যাম্পাস আবারও উত্তপ্ত হতে পারে— সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এমন আশংকা রয়েছে। তবে কর্তৃপক্ষ বলছেন, উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের এখন সবচেয়ে বড় দাবি বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর যেন আর বন্ধ না হয় এবং তারা যেন নিয়মিত ক্লাস করে সময় মতো পরীক্ষা দিতে পারে। ক্যাম্পাস পরিস্থিতি মোকাবিলায় কর্তৃপক্ষের প্রস্তুতিরও কোন কমতি নেই।

বুয়েট কর্তৃপক্ষ বলছেন, পরিচয়পত্র দেখে দেখে ছাত্রছাত্রীদের হলে ওঠানো হবে। কোন বহিরাগত যাতে হলে প্রবেশ

খুলছে ঃ বুয়েট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করতে বা না থাকতে পারে সে জন্য হলগেটে পাহারা জোরদার করা হবে। হলে প্রবেশের সময় ছাত্রছাত্রীদের পরিচয়পত্র দেখিয়ে হলে প্রবেশ করতে হবে। ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা রক্ষায় সব ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে বুয়েট কর্তৃপক্ষ বলছেন। আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের সব দাবি এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। এই প্রেক্ষাপটে বুয়েটে আবারও অবনতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। উদ্ভূত পরিস্থিতি কিভাবে কর্তৃপক্ষ মোকাবিলা করবে এই প্রশ্নের জবাবে বুয়েট উপাচার্য অধ্যাপক আলী মুর্তাজা 'সংবাদ'কে বলেন, আমি মনে করি না ওই ধরনের কোন পরিস্থিতি তৈরি হবে। কারণ ছাত্রছাত্রীদের অনেক দাবিই আমরা মেনে নিয়েছি। এরপরেও যদি কেউ আন্দোলন করতে চায় তখন পরিস্থিতিই বলে দেবে আমরা কি সিদ্ধান্ত নেব। উল্লেখ্য, ৮ই জুন টেন্ডারবাজিকে কেন্দ্র করে ছাত্রদলের দুই গ্রুপে বন্দুকযুদ্ধে সনি নামে একজন বুয়েট ছাত্রী নিহত হয়। অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয় বুয়েট। দীর্ঘ দুই মাস বন্ধ থাকার পর ১১ই আগস্ট বুয়েট খোলা হয়। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা সনি হত্যার বিচার বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬১ ধারা বাতিল, সনির নামে হলের নামকরণ, সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহারসহ ৭ দফা দাবিতে শুরু করে আন্দোলন। ৮ই সেপ্টেম্বর আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের ওপর ছাত্রদলের ক্যাডার ও পুলিশের নির্মম হামলার ফলে সৃষ্টি হয় নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি। সেই পরিস্থিতিতে বুয়েট কর্তৃপক্ষ দ্বিতীয়বারের মতো অনির্দিষ্টকালের জন্য বুয়েট বন্ধ ঘোষণা করেন। দ্বিতীয় দফায় ২০ দিন বন্ধ থাকার পর শনিবার থেকে বুয়েটের ৫ হাজার ছাত্রছাত্রী আবার শুরু করবে তাদের ক্লাস।

এদিকে ৬৭ দিন বন্ধ থাকার পর ৩রা অক্টোবর শুরু হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস। ২৯শে সেপ্টেম্বর হলগুলো খুলে দেয়া হবে। উল্লেখ্য, ২৩শে জুলাই রাতে শামসুন্নাহার হলে নারকীয় ঘটনার পর ছাত্র বিদ্রোহের মুখে ২৮শে জুলাই কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেন। আন্দোলনের মুখে উপাচার্য ও প্রক্টরের বিদায় নিতে হয়। প্রো-উপাচার্য ড. আ. ফ. ম ইউসুফ হায়দারকে দেয়া হয় ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের দায়িত্ব। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সিদ্ধান্ত নিতে কর্তৃপক্ষের একমাস সময় লেগে যায়। অবশেষে ১২ই সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ড. আ. ফ. ম ইউসুফ হায়দারের সঙ্গে বিএনপি সমর্থক সাদা দলের শিক্ষকদের দ্বন্দ্বের কারণে ১২ই সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সিদ্ধান্ত সিন্ডিকেটের সভায় স্থগিত করা হয়। আবার সিন্ডিকেট সভা ডেকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলতি মাসের ২৯ তারিখে হলগুলো খুলে দেয়া হবে। ক্লাস শুরু হবে আগামী মাসের ৩ তারিখে। এরই মধ্যে সরকার ড. এস. এম. এ ফায়েজকে নিয়োগ দিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে রয়েছে আশংকা। শামসুন্নাহার হলের ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট বাস্তবায়নের তেমন কোন পদক্ষেপই নেয়া হয়নি।